আজ প্রোডাক্‌সন্সের
নিবেদন
ঢুলী

সুচিত্রা-মালা অভিনীত

আজ প্রোডাকসনের সঙ্গীত বহুল চিত্র

"ঢুলী"

কাহিনী—বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিচালনা—পিনাকী মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত—রাজেন সরকার

★

—কণ্ঠ-সঙ্গীত—

এ, টি, কানন	যুথিকা রায়
হেমন্ত	প্রতিমা
ধনঞ্জয়	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

★

চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

★

ঃ রূপায়ণে ঃ

ছবি, পাহাড়ী, নীতিশ, বিকাশ, রবীন, ডাঃ হরেন, বিপিন মুখার্জী
খগেন পাঠক, নরেশ বসু, মনি শ্রীমানি, অনিল চট্টোঃ, ঋষি,
মাঃ চন্দন, কার্তিক, পাপু, রবি, প্রসাদ, প্রভাত,
জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জী, সুপ্রভা, তপতী,
কমলা, অঞ্জলি, সুপ্রিয়া, রিক্তা,
মীরা, নমিতা এবং নবাগত
প্রশান্ত কুমার।

বাঙ্গালীর ঘরে মায়ের আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবের প্রথম দোলা বুঝি লাগে বাঙলা দেশের ঢুলির রক্তে রক্তে! বাঙলা মায়ের মন্দিরে বোধনের ঢাক বাজাতে ছুটে আসে কুঞ্জ ঢুলি—সঙ্গে আসে তারই মাতৃ-পিতৃহীন কিশোর নাতি পরাশর।

সন্ধ্যায় বসে গানের আসর। সেই আসরে বাঙলা মায়ের বন্দনা গায় খাগড়ার গণেশ ওস্তাদ। তার অপূর্ব্ব সুর-মূর্চ্ছনায় তরুণ পরাশরের মনে জেগে ওঠে একটি মাত্র দুর্ব্বার বাসনা; গান শিখবে সে—সে হবে গায়ক। পাগলামিই বটে। তবু মা-বাপহারা পরাশরের আবদার ঠেলতে পারে না কুঞ্জ! একদিন পরাশরকে নিয়ে পৌঁছে দেয় গণেশ ওস্তাদের পায়ের তলায়।

পরাশর তার সমস্ত প্রাণ-মন সঁপে দেয় সংগীতের সাধনায়। ঢুলির ছেলের মাথায় ঝরে পড়ে সংগীত রূপা-বাণীর আশীর্বাদ।

ঢুলির ছেলে এল শহরে গুরু রামলোচন শর্মার কাছে। শিউলি ফোটার দেশ থেকে পাথরের পুরীতে। কিন্তু পাথরের ভিতরেও আছে সুরের ঝর্ণা। আছেন অন্ধ ওস্তাদ রামলোচন আর তার মেয়ে মিনতি। পরম স্নেহে দুহাত বাড়িয়ে তাঁরা আশ্রয় দিলেন পরাশরকে।

বাঙলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী হয়ে উঠলো পরাশর।

শিষ্যের হাতে নিজের সর্ব্বস্ব তুলে দিলেন রামলোচন—তারপর পরম তৃপ্তিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

সংগীতের সাধনার মধ্য দিয়ে পরম নির্ভাবনায় দিন কাটছিল পরাশর আর মিনতির। এমন সময় এল নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতা।

তাতে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াল মুখোমুখি। একজন মিনতি শর্মা; আর একজন রাত্রি রায়।

রাত্রি রায়! ধনীর দুলালী। চোখ ঝলকানো রূপ। সংগীতে অসামান্য অধিকার। প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হবে—এ স্বতঃসিদ্ধ! তবু তবু ব্যতিক্রম ঘটে গেল! অসামান্য রাত্রি রায়কে হারিয়ে দিয়ে প্রথম হল কোথাকার কোন্ এক মিনতি শর্মা।

অপমানে দুঃখে জ্বলতে জ্বলতে রাত্রি ফিরে এল বাড়িতে। ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠলেন তিনটি কোলিয়ারীর মালিক রাত্রির বাবা রায়বাহাদুর। আর রাত্রির প্রসাদ প্রার্থী পুলক সেন চীৎকার করে বললে, ইউরেকা! পেয়েছি! কি পেয়েছ? রায়বাহাদুর আর তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন সমস্বরে।

—ধরে আনতে হবে ওই মিনতির মাষ্টারকে।

পুলক তৎক্ষণাৎ গাড়ী নিয়ে ছুটল।

ঢুলির ছেলে পরাশরের জীবনে সুরু হলো আর এক নতুন অধ্যায়।

সরল নির্ব্বোধ পরাশর মিনতির চোখের জলের ইঙ্গিত বুঝল না। বুঝতে পারলো না বোবা অভিমানের বেদনা!

পুলকের জালে পা দিয়ে সে এসে আশ্রয় নিলো রায় বাহাদুরের প্রাসাদে। বিষাক্ত নেশার ঘোরে পরাশর এগিয়ে চলল জীবনের চোরা বালির দিকে।

রাত্রি বেরিয়ে পড়ে দিগ্বিজয়ের নেশায়। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে তার চাই জয়ের মালা। শুধু পরাশর বাধা দিতে চায়। কে শোনে তার কথা?

অগত্যা পরাশরকেও বেরিয়ে পড়তে হয় তাদের সঙ্গে

পাটনা—লক্ষ্ণৌ—এলাহাবাদ—কানপুর—দিল্লী—

ঝড়ের বেগে চলে রাত্রির পরিক্রমা। কিন্তু সেই ঝড়ের মুখে কতক্ষণ উড়তে পারে বাঙলা দেশের শিউলি ফুল? সেই উল্কার জ্বালা কতক্ষণ সইতে পারে ঢুলির ছেলে পরাশর?

চরম তিক্ততা, চরম লাঞ্ছনার মধ্যে একদিন পরাশর আবিষ্কার করে সে দেউলে হয়ে গেছে।

তবু ঢলির ছেলে আবার ফিরে যেতে চায় বাঙলা মায়ের শিউলি ঝরা অঙিনায়! ফিরে যেতে চায় সেই ফেলে আসা আদীম জীবনে! এই আলেয়ার মৃত্যুচক্রের হাত থেকে বাঁচতে চায় সে? কিন্তু কে দেখাবে পথ? কে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে নতুন প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে.....?

(১)

ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর
রূপের সীমা পাই না খুজে।
চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর
চরণ তলে দশভুজে॥
বন্দনা গায় সরস্বতী
লক্ষ্মী সাজায় সন্ধ্যারাতি
কার্তিকেয় সিদ্ধিদাতা
সিদ্ধ যে না তোমায় পূজে॥
ত্রিকাল যে-মা থমকে দাঁড়ায়
রুদ্রানী তোর চণ্ডীরূপে
জড়ের বুকে চেতন জাগে
যুগান্তরের অন্ধকূপে
হিমগিরের সিংহ তোমার
বাহন যে গো শক্তি পূজার
মরণ ভয়ে অসুর কাঁপে
পায়ের তলায় চক্ষু বুজে॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

(২)

ও আমার বাংলা মাগো
দেখি তোমায় নয়ন ভরে
তোমার ছলো ছলো নদীর জলে
প্রাণ জুড়ানো সুধা ঝরে—
ওমা তোমার বটের ছায়ায়
শ্যামল বনের কোমল মায়ায়,
মধুর স্নেহের আঁচলখানি বিছিয়ে দিলে
সবার তরে—
অন্নপূর্ণা রূপ দেখে মা
ভিখারী শিব দাঁড়ায় আসি,
কাজলা মেঘের শঙ্খরবে
ডাক শুনেছি বিশ্ববাসী।
তোমার সোনার ধানের ক্ষেতে
দিলে সবার আসন পেতে,
ছড়িয়ে দিলে অরুণ রাগে—
তরুণ রবির করুণ হাসি।
সাঝ সকালে নদীর ঘাটে
কলস ভরে তোমার বধূ
কান্না হাসির ফোটায় কমল—
ছড়ায় তাতে প্রেমের মধু।
আমার (সুখে) আমার দুখে
দেখি তোমায় আমার বুকে (মা)
আমার জনম-মরণ তোমার কোলে
(মা গো)
(এই) শিউলি-ঝরা মাটির পরে মা—

— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

জীবন ঘেরে স্বপ্নমায়া ওরে কাঙ্গাল মনা
চিতার বুকে হাসে নিঠুর মরণ।
তোর, কাল যে ছিল জীবন সাথী
যায় সে চলে রাতারাতি—
বিফল আশার তেপান্তর ঘুরিস সারাক্ষণ।
সাঁঝের বুকে দিনের আলো আঁধারে যায় ডুবে
স্মৃতির ব্যথায় হাহাকারে মিছে তাকাস পূবে।
ও তুই, বালুচরের পরশমণি খুজিস অকারণ॥

—বিমল ঘোষ

(৪)

ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে কি বা ফল ?
তুই নিয়তির খেলার পুতুল বুঝলি না কেন বল।
শুধু আলেয়ার পিছে পিছে
তুই জীবন কাটালি মিছে
দুনিয়ার হাটে বেসাতি করিতে হারালি রে সম্বল॥
(কেন) প্রাণের পদ্মে অর্ঘ্য রচিয়া করিস সমর্পণ,
(শুধু) চারদিন পূজা তারপরে হায় প্রতিমা বিসর্জন
তৃষা না মিটাতে হায়
(তোর) পিয়ালা ভাঙ্গিয়া যায়,
জীবনের আশা সকলি ফুরায়, ফুরায় না আঁখিজল॥
ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে কি বা ফল ?

— প্রণব রায়

(৫)

তো রুক মান, আয়ে না বোলুঙ্গী
ম্যায় তুম সো প্যারে।
রমন জাগাই প্রেম বঢ়াই,
উনকে বাওজী, জিনকে মন ভায়ে॥

(৬)

উদিল কনক রবি
পূরব দিগঙ্গনে।
বিহঙ্গ কাকলী
জাগে বনে বনে॥
হে চির নূতন আলো
চেতনার সুধা ঢালো
জীবনের ফুলে ফুলে
ভ্রমর গুঞ্জরনে॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

(৭)

ম্যায়তো পিয়াসঙ্গ সব নিশি জাগিরে
কাহে ম্যনকী কাজ মোরী জাগ ভাগ।
বহুত দিনন পিছে নয়োরঙ্গ, নয়োঙ্গে
হাঁস হাঁস গরোবা লগাইরে॥

(৮)

নিঙারিয়া নীল শাড়ী
শ্রীমতী চলে।
শ্যামলের বেণু বাজে
কদমতলে।
সে সুরের মায়াডোরে রাধা বিবশা,
চকিতা হরিণীসম থামে সহসা
(যেন) বিনি সুতার মালা
কে পরালো গলে।

—প্রণব রায়

(৯)

এই যমুনারি তীরে
মুরলী বাজিত যেথা (সেই) রাধা কাঁদা সুরে।
এই যমুনারি তীরে।
যে বাঁশী হারালো গান, সুর গেল ভুলে
তারি রেশ খুঁজে ফিরি শূন্য গোকুলে,
অনাদি কালের রাধা আজো নিরজনে ঝুরে।
এই যমুনারি তীরে—
কোথা সে মাধবী রাতি কোথা মধুমেলা,
প্রেমের বাসরে আজ কাঁদে অবহেলা,
শ্যাম নাই, বুকে তবু (আছে) শ্যাম-নাম জুড়ে।
এই যমুনারি তীরে।

— প্রণব রায়

(১০)

চুপি চুপি এল কে ফুলবনে মোর—
সে কি গো ফুল চোর, না সে চিতচোর ?
গোলাপের জলসায়
আবেশে পাপিয়া গায়
ফিরোজা জ্যোছনায় ফাগুন বিভোর॥
ফুলেরে শুধাই যবে "সে কেন গো আসে ?
চামেলি নীরবে শুধু মুখ টিপে হাসে,
বুঝি সে পরাতে আসে মায়া ফুলডোর।

—প্রণব রায়

(১১)

তার দিলকে যাওয়ানী হিলানে ল্যাগী
জিনদগী প্যারকে গীত গানে লগী,
চুপকে চুপকে নিগাহোঁনে ক্যা কহ দিয়া
দিলকী হর বাত হোঁটো পে আনে ল্যগী।
দারদ উনকি মোহব্বতকা বাঢ়নে ল্যগা।
চাঁদনী রাত বাব মুসকুরানে লগী।
খ্যাল বাহী হুঁ তমনা যোঁকি আগ মে
মেরী কিসমাত যুঝে আজমানে ল্যগি॥

—মিঃ মালেক

(১২)

সকেরা ভারে তোর নয়ন
সাজনওয়া।
ভারকে পিলায়ে প্রেমকী প্যালী
লুটলে মনকা চয়ন।
গ্যগ্যনকে তারে রাত কো চমকে
ইয়ে চমকে দিন র‍্যয়ন,

—পণ্ডিত ভূষণ

(১৩)

ক্যায়সী বাঁসিয়া বজাই বামা
মোরি সুধ বিসরাই।

(১৪)

ফাগুয়া ব্রিজ দেখন কো চলরি
ফাগুয়ে মে মিলেঙ্গে কুঁয়ার কানহাঁহা
বাট চালত রোতল কা গো য়া—
আয়ি বাহার সাবিবান ফুলে—
রাঙ্গিলে লালকো লে আগুয়া।

(১৫)

প্রভুজী মোরী জীধান জোত জাগাও
সুন্দার মনোহর দারশ দিখাও।
আশা নিরাশা মায়া তুমহারী
ভুল রাহে বিসমে নার নারী
বিনতী মোরী হে গিরধারী
বুঝত দীপ জালাও।
বারস রাহে আঁখিয়ন সে মোতী
হে ভগওয়ান জাগাদো মান মে জ্ঞান
কি জ্যোতী
মান কা পাঞ্চী তাড়াপ রাহা হয়
ভূবত — নাও—বাচাও।

(১৬)

ভৈরব

গঙ্গাধর শশীকলা ত্রিলোক স্ত্রিনেত্র
ভাস্বৎ ত্রিশূল কর এষ নৃমুণ্ডধারী
শ্বপৈবিভূষিত তনু গজকিত্তিবাস
শুভ্রামবরো জয়তি ভৈরব আদিরাগ।

তোড়ী

তুষার কুন্দজ্বল দেহ যষ্টি
বিনোদয়ন্তি হরিনং বনান্তে।
কাশ্মীর কর্পূর বিলুপ্ত দেহা
বীনা ধরা রাজতি তোড়ী কেয়ন

বৃন্দাবনী সারঙ্গ

বৃন্দাবনান্ত-স্বরূপঞ্চ দেহ
সুস্নিগ্ধ কান্তি নহিত স্ত্রিনেত্র
সারঙ্গরাগো স্তুত মধ্য বামে।
আরোহে কুণ্ঠা স্তুবরোহ বর্ণা

শ্রী

অষ্টাদশ দেস্পর চারুমূর্ত্তি
ভীরোল্লসৎ পল্লব কর্ণপুরঃ
ষড়জাদি সে ব্যেরুন বস্ত্রধারী
শ্রীরূপ এবঃ ক্ষিতিপাল মূর্ত্তিঃ

বসন্ত

শিখণ্ডী বহো এয় বন্ধ চূড়
কর্ণাবতং সি কৃত শোভনাম্রঃ
ইন্দিবর শ্যাম তনু বিলাসী
বসন্তকঃ শ্যাদলী মণ্ডল শ্রী

হিন্দোল

নিতম্বনী মন্দ তরঙ্গ গিতাবু
খর্ব্ব কপোত দ্যুতিকাম যুক্তো
দোলা সুখেলা সুখ মাধ ধান
হিন্দল রাগো কথিত মুনিন্দ্রৈঃ

মেঘ

নীলৎপনা ভর পুরিন্দসমা ন চৈল
পীযূষ মন্দহসিতো ঘন মধ্যবর্ত্তি
পীতাম্বর তৃষিত চাতকযচা মানঃ
বীরেষু রাজতিয়ুবা কিল মেঘরাগঃ

কানাড়া

কৃপাণ পানী গজদন্তপত্র
সংস্তুয় মান সুর চারু নোয়েঃ
মেকং বহন দক্ষিণ হস্ত কেন
কর্ণাট রাগ ক্ষিতিপাল মূর্ত্তি

মালকোষ

আরক্তো বর্ণো, ধৃত রক্ত যষ্টি
বরৈধৃতা বৈরীকপাল মালা
বিরঃ সুবীরে যুকৃত প্রবীযাঃ
মালী মতো মালব কৌসি কোয়ম

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬

আজ প্রোডাকসনের
সঙ্গীত বহুল চিত্র!
ঢুলী
B.S JOYDEV

আজ প্রোডাকসনের সঙ্গীত বহুল চিত্র "টুলীর" কর্মী সঙ্ঘ

কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : রাজেন সরকার

গীতকার : বিমল চন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায়, পণ্ডিত ভূষণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মালিক :

সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভূষণ :

প্রধান যন্ত্রী : গৌর দাস

চিত্রশিল্পী : সন্তোষ গুহরায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় :

শব্দযন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়

শিল্প নির্দেশ : বটু সেন

সম্পাদনা : রবীন দাস

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, দুর্গা চট্টোপাধ্যায় :

ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় :

প্রচার : শচীন সিংহ :

কণ্ঠ সঙ্গীতে : এ, টি, কানন, হেমন্ত, ধনঞ্জয়, যুথিকা রায়, প্রতিমা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় :

যন্ত্র সঙ্গীতে : জনাব কেরামৎউল্লা খাঁ, জনাব সাগীরুদ্দীন আমেদ, হিমাংশু বিশ্বাস, জীতেন সাঁতরা, ক্ষিরোদ নট্ট বলরাম পাঠক ও ন্যাশানাল অর্কেষ্ট্রার সভ্যবৃন্দ :

চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান : অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

রূপায়ণে :

ছবি, পাহাড়ী, নীতিশ, বিকাশ, রবীন, ডাঃ হরেন, বিপিন মুখার্জী, খগেন পাঠক, নরেশ বসু, মনি শ্রীমানি, অনিল চট্টোঃ, ঋষি, মাঃ চন্দন, কার্ত্তিক, পাপু, রবি, প্রসাদ, প্রভাত, জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জী, সুচিত্রা, মালা সিংহ, সুপ্রভা, তপতী, কমলা, অঞ্জলী, সুপ্রিয়া, রিক্তা, মীরা, নমিতা এবং নবাগত প্রশান্ত কুমার।

গল্পাংশ

শরতের শিউলি ঝরার গন্ধে আকুল হয়ে ওঠে আকাশ। নদীর চরে কাশের বন যেন চামর দোলাতে থাকে ; ধানের ক্ষেতে সোণালি রঙে যেন কোন্ কাঞ্চন-বরণী কন্যার রূপরাগ ছড়িয়ে পড়ে।

বাঙালীর ঘরে মায়ের আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবের প্রথম দোলা বুঝি লাগে বাঙলা দেশের ঢুলীর রক্তে রক্তে! বাঙলা মায়ের মন্দিরে বোধনের ঢাক বাজাতে ছুটে আসে কুঞ্জ ঢুলী—সঙ্গে আসে তারই মাতৃ-পিতৃহীন কিশোর নাতি পরাশর।

সন্ধ্যায় বসে গানের আসর। সেই আসরে বাঙলা মায়ের বন্দনা গায় খাগড়ার গনেশ ওস্তাদ। তার অপূর্ব সুর-মূর্ছনায় তরুণ পরাশরের মনে জেগে ওঠে একটি মাত্র দুর্বার বাসনা : গান শিখবে সে—সে হবে গায়ক!

পাগলামিই বটে। তবু মা-বাপহারা পরাশরের আবদার ঠেলতে পারেনা কুঞ্জ! একদিন পরাশরকে নিয়ে পৌঁছে দেয় গনেশ ওস্তাদের পায়ের তলায়।

পরাশর তার সমস্ত প্রাণ-মন সঁপে দেয় সংগীতের সাধনায়। ঢুলীর ছেলের মাথায় ঝরে পড়ে সংগীত রূপা-বাণীর আশীর্বাদ।

গনেশ বলে, আমার যা আছে সব তো তোকে ঢেলে দিয়েছি দু'হাতে। এবার তুই ক'লকাতায় চলে যা। চলে যা আমার গুরু রামলোচন শর্মার কাছে। সংগীতের রত্ন-ভাণ্ডার তাঁর কাছে—তার এক কণা পেলেও তুই ধন্য হয়ে যাবি।

কলকাতা! অচেনা—সুদূর কোন্ স্বপ্ন রাজ্য!

ঢুলীর ছেলে এল শহরে। শিউলি ফোটার দেশ থেকে
পাথরের পুরীতে। কিন্তু পাথরের
ভেতর ও আছে সুরের ঝর্ণা।

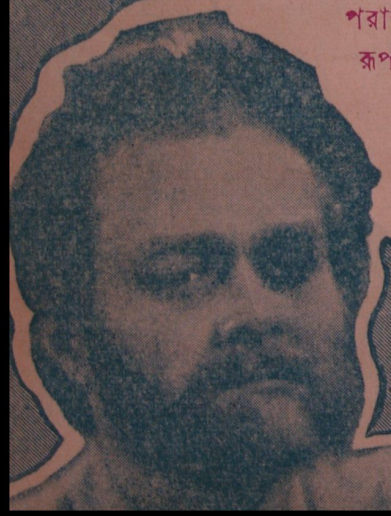

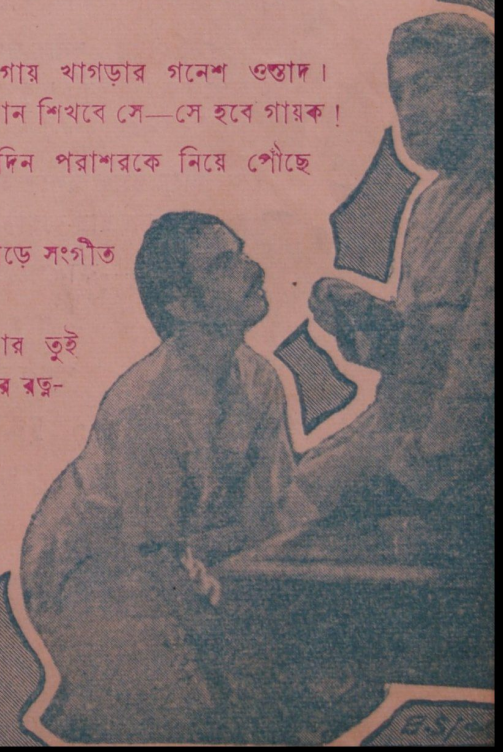

আছেন অন্ধ ওস্তাদ রামলোচন আর তার মেয়ে মিনতি। পরম স্নেহে দুহাত বাড়িয়ে তাঁরা আশ্রয় দিলেন পরাশরকে।

জীবনের শেষ খেয়ায় পাড়ি দিতে চলেছেন রামলোচন। তবু এই বিদায় বেলাতে এল তাঁর শেষ শিক্ষা—তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য। নিবু নিবু শিখা আবার জ্বলে উঠল—ছায়ানট—মল্লার—ভীমপলশ্রীর এক একটি স্বর্ণ দীপ দীপান্বিতার মতো আলো করে তুলল পরাশরকে।

বাঙলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী হয়ে উঠল পরাশর।

শিষ্যের হাতে নিজের সর্বস্ব তুলে দিলেন রামলোচন—তারপর পরম তৃপ্তিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

সংগীতের সাধনার মধ্য দিয়ে পরম নির্ভাবনায় দিন কাটছিল পরাশর আর মিনতির। এমন সময় এল নিখিল বঙ্গ সংগীত-প্রতিযোগিতা। তাতে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াল মুখোমুখি। একজন মিনতি শর্মা, আর একজন রাত্রি রায়।

রাত্রি রায়! ধনীর দুলালী। চোখ-ঝল্‌কানো রূপ। সংগীতে অসামান্য অধিকার। প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হবে—এ স্বতঃসিদ্ধ! তবু—তবু ব্যতিক্রম ঘটে গেল! অসামান্যা রাত্রি রায়কে হারিয়ে দিয়ে প্রথম হল কোথাকার কোন্ এক মিনতি শর্মা।

অপমানে দুঃখে জ্বলতে জ্বলতে রাত্রি ফিরে এল বাড়িতে। ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠলেন তিনটি কোলিয়ারীর মালিক রাত্রির বাবা রায় বাহাদুর! আর রাত্রির প্রসাদ-প্রার্থী পুলক সেন চীৎকার করে বললে, ইউরেকা! পেয়েছি!

—কী পেয়েছ? রায় বাহাদুর আর তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন সমস্বরে।

—ধরে আনতে হবে ওই মিনতির মাষ্টারকে।

পুলক তৎক্ষণাৎ গাড়ী নিয়ে ছুটল।

ঢুলীর ছেলে পরাশরের জীবনে সুরু হলো আর এক নতুন অধ্যায়।

সরল নির্বোধ পরাশর মিনতির চোখের জলের ইঙ্গিত বুঝল না। বুঝতে পারল না বোবা অভিমানের বেদনা!

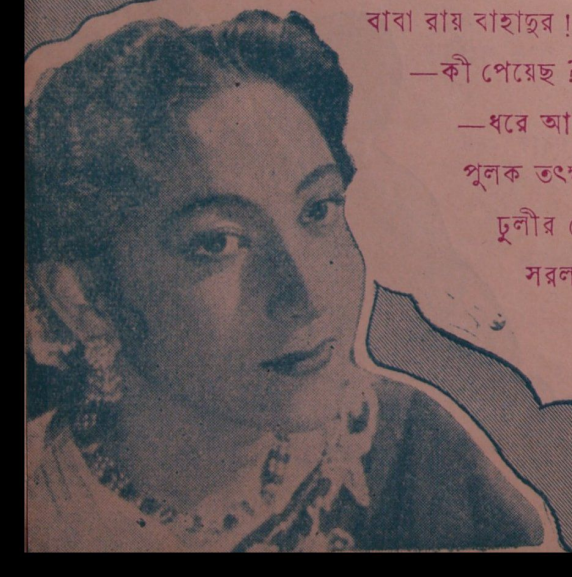

পুলকের জালে পা দিয়ে সে এসে আশ্রয় নিলে রায় বাহাদুরের প্রাসাদে। বিষাক্ত নেশার ঘোরে পরাশর এগিয়ে চলল জীবনের চোরা বালির দিকে।

ওদিকে দেশে অপেক্ষা করে পরাশরের দাদী—কবে ফিরে আসবে তার পরাশ্‌য়্যা—তাকে না দেখে সে তো মরতে পারেনা। আর নিরুদ্ধ ব্যথায় অপেক্ষা করে মিনতি····

রাত্রি বেরিয়ে পড়ে দিগ্বিজয়ে। দেশে দেশে সমাদর চাই তার—চাই ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে জয়ের মালা। শুধু পরাশর বাধা দিতে চায়। গুরু রামলোচনের বাণী স্মরণ করে সে রাত্রিকে বোঝাতে চায়, গুণী কখনো দরবারে যায়না মানের জন্যে, দরবার তার দরজায় আসে সম্মান দিতে।

কে শোনে তার কথা? পুলক বলে, বুঝলে মাষ্টার—এ হ'ল পাব্‌লিসিটির যুগ! পাব্‌লিসিটি ফার্ষ্ট—পাব্‌লিসিটি সেকেণ্ড····

অগত্যা পরাশরকেও বেরিয়ে পড়তে হয় তাদের সংগে।

পাটনা—লক্ষ্ণৌ—এলাহাবাদ—কানপুর—দিল্লী—

ঝড়ের বেগে চলে রাত্রির পরিক্রমা। কিন্তু সেই ঝড়েরমুখে কতক্ষণ উড়তে পারে বাঙলা দেশের শিউলি ফুল? সেই উল্কার জ্বালা কতক্ষণ সইতে পারে ঢুলীর ছেলে পরাশর?

চরম তিক্ততা, চরম লাঞ্ছনার মধ্যে একদিন পরাশর আবিষ্কার করে সে দেউলে হয়ে গেছে!

তবু ঢুলীর ছেলে আবার ফিরে যেতে চায় বাঙলা মায়ের ঝরা আঙিনায়! ফিরে যেতে চায় তার সেই ফেলে আসা আদিম জীবনে! এই আলেয়ার মৃত্যুচক্রের হাত থেকে বাঁচতে চায় সে!

কিন্তু কে দেখাবে পথ? কে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে নতুন প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে?

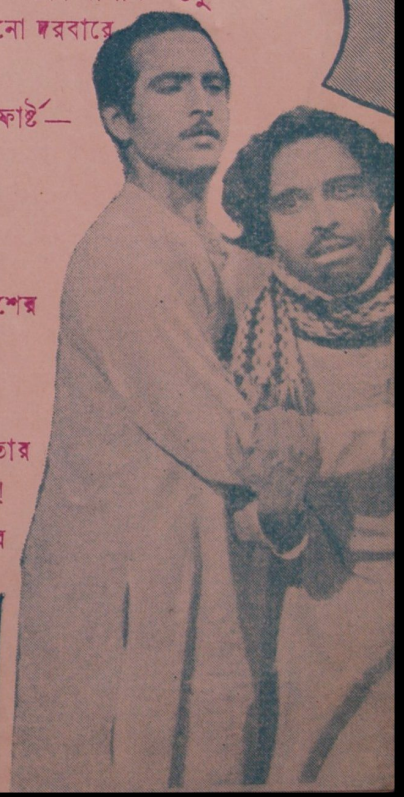

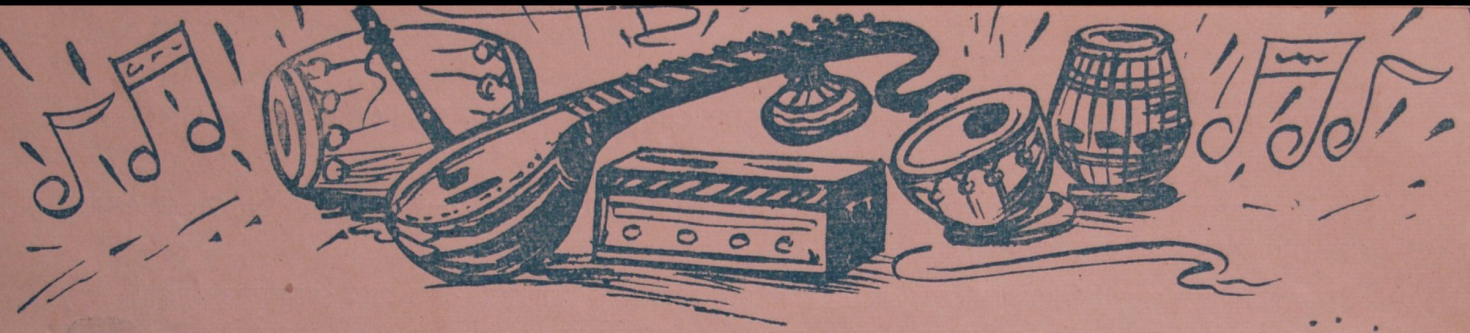

(১)

ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর
রূপের সীমা পাই না খুঁজে।
চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর
চরণ তলে দশভুজে॥

বন্দনা গায় সরস্বতী
লক্ষ্মী সাজায় সন্ধ্যারাতি
কার্তিকেয় সিদ্ধিদাতা
সিদ্ধ যে মা তোমায় পুজে।

ত্রিকাল যে মা থমকে দাঁড়ায়
রুদ্রানী তোর চণ্ডীরূপে
জড়ের বুকে চেতন জাগে
যুগান্তরের অন্ধকূপে।

হিমগিরের সিংহ তোমার
বাহন যে গো শক্তি পূজার
মরণ ভয়ে অসুর কাঁপে
পায়ের তলায় চক্ষু বুজে॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

তোমার ছলো ছলো নদীর জলে
প্রাণ জুড়ানো সুধা ঝরে—
ওমা তোমার বটের ছায়ায়
শ্যামল বনের কোমল মায়ায়,
মধুর স্নেহের আঁচলখানি বিছিয়ে দিলে
সবার তরে—

অন্নপূর্ণা রূপ দেখ মা
ভিখারী শিব দাঁড়ায় আসি,
কাজলা মেঘের শঙ্খরবে
ডাক শুনেছে বিশ্ববাসী।

(২)

ও আমার বাংলা মাগো
দেখি তোমায় নয়ন ভরে

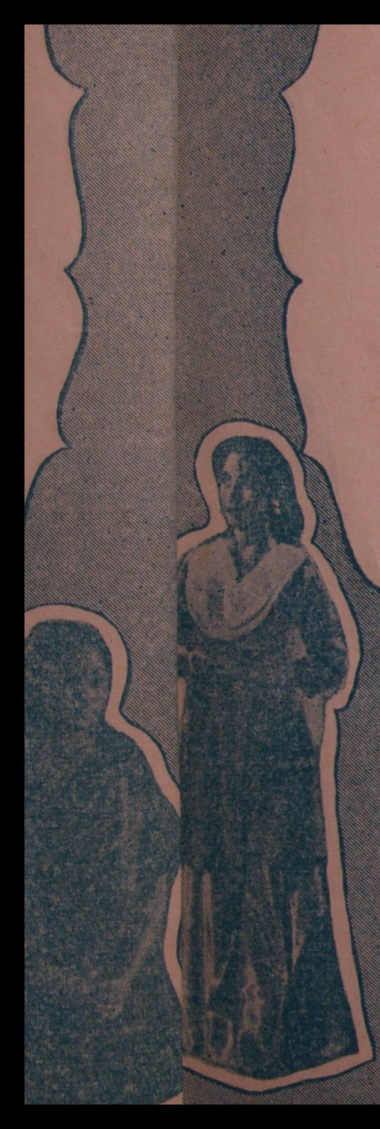

তোমার সোনার ধানের ক্ষেতে
দিলে সবার আসন পেতে,
ছড়িয়ে দিলে অরুণ রাগে—
তরুণ রবির করুণ হাসি।
সাঁঝ সকালে নদীর ঘাটে
কলস ভরে তোমার বধূ
কান্না হাসির ঢেউয়ে কমল—
ছড়ায় তাতে প্রেমের মধু।
আমার (সুখে) আমার দুখে
দেখি তোমায় আমার বুকে (মা)
আমার জনম-মরণ তোমার কোলে (মা গো,)
(এই) শিউলি ঝরা মাটির পরে মা—

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

জীবন যেরে স্বপ্নমায়া ওরে কাঙ্গাল মন।
চিতার বুকে হাসে নিঠুর মরণ।
তোর, কাল যে ছিল জীবন সাথী
যায় সে চলে রাতারাতি—
বিফল আশার তেপান্তরে ঘুরিস সারাক্ষণ॥
সাঁঝের বুকে দিনের আলো আঁধারে যায় ডুবে
স্মৃতির ব্যথায় হাহাকারে মিছে তাকাস্ পুবে॥
ও তুই, বালুচরের পরশমনি খুঁজিস অকারণ॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

(৪)

ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে কি বা ফল?
তুই নিয়তির খেলার পুতুল বুঝলি না কেন বল্।
শুধু আলেয়ার পিছে পিছে
তুই জীবন কাটালি মিছে,
দুনিয়ার হাটে বেসাতি করিতে হারালিরে সম্বল॥
(কেন) প্রাণের পদ্মে অর্ঘ্য রচিয়া করিস্ সমর্পণ,
(শুধু) চারদিন পূজা তারপরে হায় প্রতিমা বিসর্জন।
তৃষা না মিটাতে হায়
(তার) পিয়ালা ভাঙ্গিয়া যায়,
জীবনের আশা সকলি ফুরায়, ফুরায় না আঁখিজল॥
ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে কি বা ফল?

—প্রণব রায়

(৫)

তো রুত মান, আয়ে না বোলুঙ্গী
ম্যায় তুম সো প্যারে।
রয়ন জাগাই প্রেম বঢ়াই,
উনকে যাওজী, জিন্‌কে মন ভায়ে॥

(৬)

উদিল কনক রবি
পুরব দিগঙ্গনে।
বিহঙ্গ কাকলী
জাগে বনে বনে॥
হে চির নূতন আলো
চেতনার সুধা ঢালো
জীবনের ফুলে ফুলে
ভ্রমর গুঞ্জরনে॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

(৭)

ম্যায়তো পিয়াসঙ্গ সব নিশি জাগিরে
কাহে ম্যনকি কাজ মোরি জাগ ভাগ।
বহুত দিনন পিছে নয়েরঙ্গ, নয়োঢঙ্গ
হঁস হঁস গরোবা লগাইরে॥

(৮)

নিঙাড়িয়া নীল শাড়ী
শ্রীমতী চলে।
শ্যামলের বেণু বাজে
কদমতলে॥
সে সুরের মায়াডোরে রাধা বিবশা,
চকিতা হরিণীসম থামে সহসা
(যেন) বিনি সুতার মালা
কে পরালো গলে॥

—প্রণব রায়

(৯)

এই যমুনারি তীরে
মুরলী বাজিত যেথা (সেই) রাধা-কাঁদা সুরে।
এই যমুনারি তীরে।
যে বাঁশী হারালো গান, সুর গেল ভুলে,
তারি রেশ খুঁজে ফিরি শূন্য গোকুলে,
অনাদি কালের রাধা আজো নিরজনে ঝুরে॥
এই যমুনারি তীরে—
কোথা সে মাধবী রাতি কোথা মধুমেলা,
প্রেমের বাসরে আজ কাঁদে অবহেলা,
শ্যাম নাই, বুকে তবু (আছে) শ্যাম-নাম জুড়ে।
এই যমুনারি তীরে।

—প্রণব রায়

(১০)

চুপি চুপি এল কে ফুলবনে মোর।
সে কি গো ফুল চোর, না সে চিতচোর?
গোলাপের জলসায়
আবেশে পাপিয়া গায়,
ফিরোজা জ্যোছনায় ফাগুন বিভোর।
ফুলেরে শুধাই যবে "সে কেন গো আসে?"
চামেলি নীরবে শুধু মুখ টিপে হাসে,
বুঝি সে পরাতে আসে মায়া-ফুলডোর।

—প্রণব রায়

(১১)

তার দিলকে যাওয়ানী হিলানে ল্যগী
জিন্দগী প্যারকে গীত গানে ল্যগী,
চুপকে চুপকে নিগাহোঁনে ক্যা ক্যহ্ দিয়া
দিলকী হর বাত হোঁটো পে আনে ল্যগী।
দরদ উন্‌কি মোহব্বতকা য্যঢ়নে ল্যগা
চাঁদনী রাত য্যব মুস্‌কুরানে ল্যগী।
য্যল্ য্যহী হুঁ তামন্নায়েঁ কি আগ মে
মেরী কিস্‌মত মুঝে আজমানে ল্যগী।

—মিঃ মালেক্

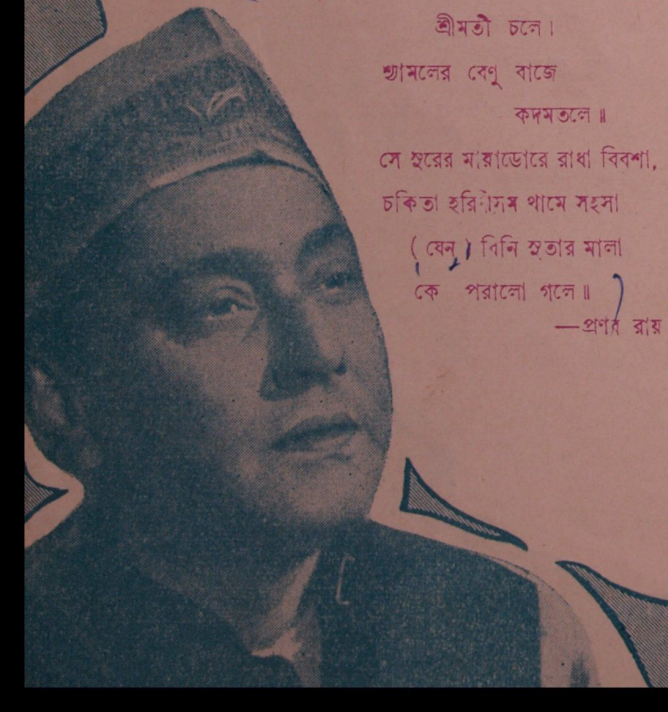

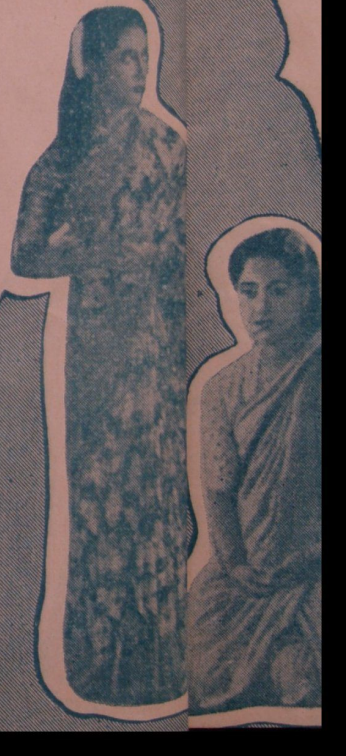

(১২)

র‍্যসকে ত্যরে তোরে নয়ন
সুজনওয়া।
ত্যরকে পিলায়েঁ প্রেমকী প্যালী
লুটলেঁ মনকা চ্যয়ন।
গ্যগ্যন্‌কে তারেঁ রাত কো চম্‌কে
ইয়ে চম্‌কে দিন র‍্যয়ন।

—পণ্ডিত ভূষণ

(১৩)

ক্যায়সি বঁসিয়া বজাই বামা
মোরি সুধ বিসরাই।

(১৪)

ফাগুয়া ব্রিজ দেখন কো চলোরি
ফাগু'য় মে মিলেঙ্গে কুঁয়ার কান্‌যাঁহা
বাট চ্যলত বোলত কা গো য়া—
আয়ি বাহার স্থবিব্যন ফুলেঁ—
র‍্যঙ্গিলে লালকো লে আগুয়া।

(১৫)

প্রভুজী মোরী জীব্যন যোত জাগাও
সুন্দ্যর ম্যনোহ্যর স্বরশ দিখাও।
আশা নিরাশা মায়া তুম্‌ হারী
ভূল র‍্যহে যিস্‌মে স্বর নারী
বিন্‌তী মোরী হে গিরধারী
বুঝত দীপ জালাও।

ব্যরস র‍্যহে আঁখিয়ন্‌সে মোতী
হে ভগওয়ান জাগাদো ম্যন্‌ মে জ্ঞান কি জোতী
ম্যন কা প্যঞ্ছী ত্যড়্যপ র‍্যহা হ্যয়
ডুবত—নাও—ব্যচাও।

(১৬)

ভৈরব

গঙ্গাধর শশীকলা ত্রিলোক স্তিনেত্র
ভাস্বৎ ত্রিশূল কর এষ নৃমুণ্ডধারী
স্বৰ্পৈবিভুষিত তনু গজকির্ত্তিবাস
শুভ্রামবরো জয়তি ভৈরব আদি রাগ।

তোড়ী

তুষার কুন্দজ্জ্বল দেহ যষ্টি
বিনোদয়ন্তি হরিনং বনান্তে।
কাশ্মীর কর্পূর বিলুপ্ত দেহা
বীনা ধরা রাজতি তোড়ী কেয়ম।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ

বৃন্দাবনাস্থ-স্বরপঞ্চ দেহ
সু স্নিগ্ধ কান্তি নমিত স্তিনেত্র
সারঙ্গরাগো স্তুত মধ্য যামে।
আরোহ কুণ্ঠা স্তবরোহ বর্ণা

শ্রী

অষ্টাদশ দেম্পর চারুমূর্ত্তি
ভীরোল্লসৎ পল্লব কর্ণপুরঃ
ষড়জাদি সে ব্যোরুন বস্ত্রধারী
শ্রীরূপ এষঃ ক্ষিতি পাল মূর্ত্তিঃ

B. S/ardY DEV

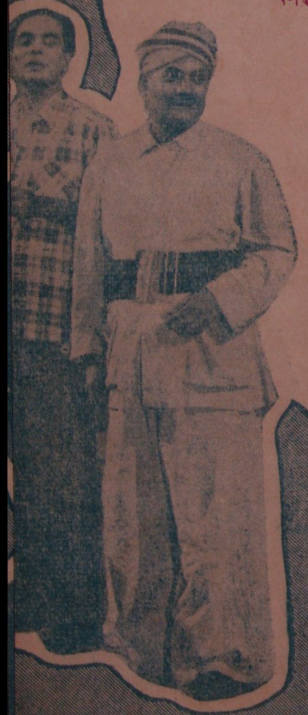

বসন্ত

শিখণ্ডি বর্হো এয় বদ্ধ চূড়
কর্ণাবতং সি কৃত শেভনাম্রঃ
ইন্দিবর শ্যাম তনু বিলাসী
বসন্তকঃ শ্যদলি মঞ্জুল শ্রী

মেঘ

নীলংপনা ভর পুরিন্দসমা ন চৈল
পী:ষ মন্দহসিতো ঘন মধ্যবর্ত্তী
পীতাম্বর তৃষিত চাতকঘচা মানঃ
বীরেষু রাজতিযুবা কিল মেঘরাগঃ

কানাড়া

কৃপাণ পানী গজদন্তপত্র
সংস্তুয় মান সুর চারু নোরৈঃ
মেকং বহন্ দক্ষিণ হস্ত কেন
কর্ণাট রাগ ক্ষিতিপাল মূর্ত্তি

হিন্দোল

নিতম্বনী মন্দ তরঙ্গ গিতাম্বু
খর্ব্ব কপোত দ্যুতিকাম যুক্তো
দোলা সুখেলা সুখ মাধ ধান
হিন্দল রাগো কথিত মুনিন্দ্রৈঃ

মালকোষ

আরক্তো বর্ণো ধৃত রক্ত যষ্টি
বরৈধৃতা বৈরীকপাল মালা
বিরঃ সুবীরে বুকৃত প্রবীর্য্যঃ
মালী মতো মালব কৌসি কোরম্

সহকারীবৃন্দ ঃ পরিচালনা ঃ অনিল চট্টোঃ, বিবেক বক্সী ঃ সঙ্গীত ঃ পান্না সেন, বিবেক আচার্য্য ঃ চিত্রশিল্পী ঃ নরসিংহ রাও ঃ শব্দ যন্ত্রী ঃ সিদ্ধি নাগ, ধরনী রায় চৌধুরী ঃ সম্পাদনা ঃ অনিল সরকার ঃ ব্যবস্থাপনা ঃ ত্রিনাথ, গৌর ঃ বুম্ ম্যান ঃ সুধীর, হিমাংশু ঃ শিল্প নির্দেশঃ গুপী সেন : তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ ঃ শান্তি সরকার, হেমন্ত, আমেদ, মনোরঞ্জন ঃ দৃশ্যাঙ্কন : কবি দাসগুপ্ত ঃ

●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ দিল্লী কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষ, কালিকা থিয়েটার, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় (দিল্লী), সুহৃদ ঘোষ, সুহাস সেন, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রায় চৌধুরী, জোজো মুখার্জী, বিশ্বনাথ ষ্টোর্স ঃ

●

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও লিমিটেড-এ "আর, সি, এ" শব্দযন্ত্রে গৃহীত ঃ ফিল্ম সারভিসেস ঃ ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরী ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ঃ

●

পরিবেশক ঃ আজ পিকচার্স লিমিটেড

৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঃ

আজ প্রোডাকসন্সের
আগামী চিত্র

আশাপূর্ণা দেবীর

বলয়গ্রাস

উপন্যাস অবলম্বনে

রূপায়ণে
মলিনা, সুপ্রভা,
সুচিত্রা, রেণুকা
পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী, শোভা
বাণীগাঙ্গুলী, রাণীবালা, শিখা,
পাহাড়ী, দীপক, নীতিশ, জীবেন

পরিচালনা—পিনাকী মুখার্জ্জী • সংগীত—রাজেন সরকার

চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান—আধেন্দু মুখার্জ্জী

শশধর দত্তের

সুবিখ্যাত রোমাঞ্চকর
মোহন সিরিজের
চিত্ররূপ

দস্যু মোহন

পরিচালনা
আধেন্দু মুখার্জ্জী
সংগীত
রাজেন সরকার

ভূমিকায়
বাংলা ও বম্বের বিখ্যাত শিল্পী